তৃতীয় জাতীয় সেমিনার ২০২২

বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস)

সুশাসনে নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা

তারিখ: ২৬ নভেম্বর, ২০২২, শনিবার

স্থান: শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সিনেট ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আয়োজনে: দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

তৃতীয় জাতীয় সেমিনার ২০২২

বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস)

সুশাসনে নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা

তারিখ: ২৬ নভেম্বর ২০২২, শনিবার
স্থান: শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সিনেট ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আয়োজনে: দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

তৃতীয় জাতীয় সেমিনার ২০২২
২৬ নভেম্বর, ২০২২
শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ সিনেট ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক	:	অধ্যাপক ড. মো. আক্তার আলী, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য	:	অধ্যাপক ড. হারুন রশীদ, দর্শন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
		অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
		অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান, দর্শন বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
		অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
		অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসেন, দর্শন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
		অধ্যাপক ড. শরমীন হামিদ, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
		অধ্যাপক ড. মো. একরাম হোসেন, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদক	:	অধ্যাপক ড. মো. আরিফুল ইসলাম, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

অনুষ্ঠানসূচি

২৬ নভেম্বর ২০২২ — স্থান: শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সিনেট ভবন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৮:৩০-৯:১০ : রেজিস্ট্রেশন

৯:১০ : আসন গ্রহণ

৯:১৫ : জাতীয় সংগীত

৯.২০ : স্বাগত ভাষণ: ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি ও অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৯:২৫ : সেমিনার ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়কের ভাষণ:
অধ্যাপক ড. নিলুফার আহমেদ, সভাপতি, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৯:৩০ : বিশেষ অতিথির ভাষণ: অধ্যাপক ড. মো. ফজলুল হক, ডিন কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৯:৩৫ : বিশেষ অতিথির ভাষণ: অধ্যাপক ড. এম হুমায়ুন কবীর মাননীয় উপ-উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৯:৪০ : বিশেষ অতিথির ভাষণ: অধ্যাপক ড. সুলতান-উল-ইসলাম মাননীয় উপ-উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৯:৪৫ : প্রধান অতিথির ভাষণ: অধ্যাপক ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার মাননীয় উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৯:৫৫ : সভাপতির ভাষণ: ড. মো. সাজাহান মিয়া, সভাপতি বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি ও অনারারি প্রফেসর দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

: **চা চক্র**

১০:২৫ : **প্রথম অধিবেশন**
বিষয়: নীতিবিদ্যা

প্রবন্ধ উপস্থাপক : অধ্যাপক ড. হারুন রশীদ, দর্শন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের শিরোনাম : সুশাসনে যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা: সুচিন্তা ও সুশীল জীবনের সন্ধানে

প্রবন্ধ উপস্থাপক : অধ্যাপক ড. মো. আরিফুল ইসলাম ও অধ্যাপক ড. মো. একরাম হোসেন, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

প্রবন্ধের শিরোনাম : বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব

প্রবন্ধ উপস্থাপক : অধ্যাপক ড. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, সভাপতি, দর্শন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের শিরোনাম : প্রসঙ্গ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন: নয়া উদারবাদ বনাম মার্কসীয় দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত

প্রবন্ধ উপস্থাপক : মো. নাজেমুল আলম, প্রভাষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের শিরোনাম : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: একটি নৈতিক পর্যালোচনা

সভাপতি : অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, মাননীয় উপাচার্য, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, বরিশাল

১২:৩০ **দ্বিতীয় অধিবেশন**
বিষয়: যুক্তিবিদ্যা

প্রবন্ধ উপস্থাপক : অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল শাহীন খান দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধের শিরোনাম : Conduction as an Informal Logical System

প্রবন্ধ উপস্থাপক : মাহমুদা আকন্দ, সহযোগী অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের শিরোনাম : Role of Intention, Convention, Resemblance and Habit in Communication by Using Language

সভাপতি : অধ্যাপক মহেন্দ্র নাথ অধিকারী, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত), দর্শন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১:৩০ : **মধ্যাহ্নভোজ**

CamScanner

০৩:০০ **তৃতীয় অধিবেশন**
বিষয়: উন্মুক্ত

প্রবন্ধ উপস্থাপক	:	ড. মো. জাহিদুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রবন্ধের শিরোনাম	:	বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভাজিত শিক্ষায় সংকট: প্রয়োগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অনুসন্ধান
প্রবন্ধ উপস্থাপক	:	ড. নুরুল হুদা, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রবন্ধের শিরোনাম	:	উদার গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রোপাগান্ডার ভূমিকা: একটি সমাজ জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
প্রবন্ধ উপস্থাপক	:	মো. শামছুল হক, সহকারী অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, কলেজ অব আর্টস এন্ড সাইন্সেস, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি), উত্তরা, ঢাকা
প্রবন্ধের শিরোনাম	:	উন্নয়ন ও পরিবেশঃ পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম
সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, সভাপতি, দর্শন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪:৩০ : **ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা:**
অধ্যাপক ড. মো. আক্তার আলী, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদ এবং কার্যকরী পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ :

(১) অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম
(২) অধ্যাপক ড. নীরু কুমার চাকমা
(৩) অধ্যাপক ড. উবায়দুর রহমান
(৪) অধ্যাপক ড. বদিউর রহমান
(৫) অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম
(৬) অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান
(৭) অধ্যাপক আয়েশা সুলতানা

কার্যকরী পরিষদ :

সভাপতি : ড. মো. সাজাহান মিয়া, অনারারি প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহ সভাপতি : (১) অধ্যাপক ড. মো. লুৎফর রহমান, দর্শন বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
(২) অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, দর্শন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) অধ্যাপক এস.এম. আবু বকর, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ সম্পাদক : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কোষাধ্যক্ষ : অধ্যাপক আবুল খায়ের মো. ইউনুস, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম সম্পাদক : (১) অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামান, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(২) অধ্যাপক ড. আরিফুল ইসলাম, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) জনাব মাসুম আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাংগঠনিক সম্পাদক : ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, দর্শন বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

দফতর সম্পাদক : জনাব মন্দিরা চৌধুরী সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন, দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

আন্তর্জাতিক সম্পাদক : অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, দর্শন বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :
(১) অধ্যাপক ড. হারুন রশীদ, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(২) অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমান, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) অধ্যাপক ড. নাইমা হক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(৫) অধ্যাপক আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(৬) অধ্যাপক ড. নুসরাত জাহান কাজল, দর্শন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(৭) অধ্যাপক শামীমা আক্তার, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৮) অধ্যাপক ড. আক্তার আলী, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৯) অধ্যাপক ড. মো. মঞ্জুর এলাহী, দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(১০) অধ্যাপক মোহাম্মদ তারেক চৌধুরী, দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(১১) অধ্যাপক আইরিন চৌধুরী, চেয়ারপার্সন, দর্শন বিভাগ
ইডেন কলেজ, ঢাকা
(১২) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(১৩) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(১৪) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(১৫) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(১৬) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
(১৭) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
(১৮) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
(১৯) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

জাতীয় সেমিনার ২০২২

উপ-কমিটিসমূহ

ব্যবস্থাপনা কমিটি

আহ্বায়ক : অধ্যাপক ড. নিলুফার আহমেদ, সভাপতি
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :
(১) ড. মো. আক্তার আলী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২) এস. এম. আবু বকর, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) ড. মো. আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) শামীমা আক্তার, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৫) ড. মো. আরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৬) ড. মো. মজিবর রহমান, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৭) ড. মো. একরাম হোসেন, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৮) ড. মো. রোকনুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৯) ড. মো. জাহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(১০) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(১১) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(১২) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(১৩) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
(১৪) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
(১৫) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
(১৬) চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
(১৭) ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য সচিব : অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : প্রফেসর মহেন্দ্র নাথ অধিকারী, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :

(১) অধ্যাপক ড. মো. ফজলুল হক, ডিন কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ড. মুহাম্মাদ শাহ্‌জাহান, অধ্যাপক (অব.) দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ড. জিতেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক (অব.) দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ড. আব্দুল হাই তালুকদার, অধ্যাপক (অব.) দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) ড. মো. শাহাদৎ হোসেন সরকার, অধ্যাপক (অব.), দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৬) ড. মো. আক্তার আলী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৭) এস. এম. আবু বকর, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৮) ড. মো. আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৯) শামীমা আক্তার, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১০) ড. নিলুফার আহমেদ, সভাপতি, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১১) ড. মো. আরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১২) ড. মো. আলতাফ হোসেন-২, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১৩) ড. মো. মোতাছিম বিল্যাহ, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১৪) ড. মো. মজিবর রহমান, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১৫) মো. আলতাফ হোসেন-১, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬) মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১৭) ড. শরমীন হামিদ, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(১৮) ড. সুরাইয়া আফরোজ মিতুলী, অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

(১৯) ড. মোছা. ফেরদৌসী বেগম, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২০) ড. মো. একরাম হোসেন, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২১) ড. মো. আনিসুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২২) ড. সন্ধ্যা মল্লিক, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২৩) ড. মো. রোকনুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২৪) ড. মো. জাহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২৫) ড. আফরোজা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২৬) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহযোগী
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২৭) তাসনিম নাজিরা রিদা, সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : ড. মো. মজিবর রহমান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :

(১) ড. মো. আরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ড. শরমীন হামিদ, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ড. মো. একরাম হোসেন, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ড. মো. রোকনুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) ড. আফরোজা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৬) ড. মো. সৈয়দ আলী আহসান, সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

(৭) মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

(৮) মো. আবু সাঈদ অভি, সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ

CamScanner

অর্থ ও আপ্যায়ন উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :
(১) ড. মো. আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২) অধ্যাপক কালাচাঁদ শীল, অধ্যক্ষ, নিউ গভ. ডিগ্রী
কলেজ, রাজশাহী
(৩) মো. আলতাফ হোসেন-১, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৫) তাসনিম নাজিরা রিদা, সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৬) এ. কে. এম শফিকুল ইসলাম, সহযোগী
অধ্যাপক, নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজ
(৭) মো. আমিনুল ইসলাম শাওন, সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

আবাসন উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : ড. মো. জাহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :
(১) মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২) ড. সুরাইয়া আফরোজ মিতুলী, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) ড. মোছা. ফেরদৌসী বেগম, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) ড. মো. আনিসুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মঞ্চ, ব্যানার, ব্যাচ ও ভেন্যু ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : ড. মো. একরাম হোসেন, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :
(১) ড. মো. আলতাফ হোসেন-২, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২) ড. শরমীন হামিদ, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) ড. মোছা. ফেরদৌসী বেগম, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) ড. সন্ধ্যা মল্লিক, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৫) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

উপকরণ সরবরাহ উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : ড. মো. মোতাছিম বিল্যাহ, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :
(১) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২) তাসনিম নাজিরা রিদা, সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) মো. আশরাফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, বখতিয়ারপুর ডিগ্রী কলেজ
দূর্গাপুর, রাজশাহী

অনুষ্ঠানসূচি ও আমন্ত্রণ উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : ড. মো. আরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য :
(১) ড. মো. আক্তার আলী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২) ড. শরমীন হামিদ, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) ড. মো. একরাম হোসেন, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ
সম্পাদক, বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি

CamScanner

সুশাসনে যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা: সুচিন্তা ও সুশীল জীবনের সন্ধানে

ড. হারুন রশীদ, অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। মানুষের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। মানুষ যখন থেকে চিন্তা করতে শুরু করেছে তখন থেকেই তার মনে তার নিজের এবং তার পারিপার্শ্বিকতা বা আশপাশের জগৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছে। সে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে, যার ফলাফল হিসেবে জ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটেছে। সেই সাথে শুরু হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চা। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার দুটি মৌলিক ও ধ্রুপদী বিষয় হলো যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা। জীবন, জগৎ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নের যৌক্তিক অনুসন্ধান ও নৈতিক বোঝা পড়া দিয়েই প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার শুরু। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরাই প্রথম এ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেন এবং এসব বিষয়ের দার্শনিক তথা তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা সঠিক, যুৎসই ও সুশৃঙ্খল চিন্তন পদ্ধতি এবং সুশীল তথা ভালো জীবনযাপনের উপায় অনুসন্ধান করে দার্শনিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই দিক নির্দেশনারই প্রাথমিক ও মৌলিক দুটি বিষয় যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা। প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বিশ্ব ব্যবস্থার বিকাশে এ দু'টি বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য দার্শনিকেরাই প্রথম শাসনতন্ত্রের ধারণা সূত্রবদ্ধ করেন এবং ন্যায়বিচার, সুশাসন, আইনের শাসন, সুশীল জীবন ও সুশীল সমাজের পথনির্দেশ করেন; রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে যৌক্তিক ও নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। সুশাসন মানে ন্যায্য বা ন্যায় সংগত শাসন। এর জন্য প্রয়োজন সুচিন্তা এবং সুনীতি। সুচিন্তা বলতে বোঝায় সঠিক ও সুশৃঙ্খল চিন্তা, যা যৌক্তিক চিন্তন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব। এই পদ্ধতির কেতাবি নাম যুক্তিবিদ্যা। সুনীতি বলতে বোঝায় ন্যায্য বা ন্যায় সঙ্গতনীতি যার মাধ্যমে সুশীল জীবন ও সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যার কেতাবি নাম নীতিবিদ্যা। যে-কোনো রাষ্ট্রই নিদৃষ্ট নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়, যা তার সংবিধানে বিধৃত থাকে। এগুলোই রাষ্ট্রের যৌক্তিক ও নৈতিকভিত্তি। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকেরা যখন কোনো রাষ্ট্রীয় নীতি বা জননীতি প্রণয়ন করেন তখন তারা যৌক্তিক চিন্তন পদ্ধতি এবং নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ

CamScanner

করেই তা করেন। কোনো না কোনো ভাবে তারা যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা অনুশীলন করেন। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের পুরোটাই দার্শনিক তথা যৌক্তিক ও নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষনীতিতেও নীতিবিদ্যাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইউনেস্কো প্রতিবছর বিশ্ব দর্শন দিবস পালনের ঘোষণা দিয়েছে এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার ওপর জোর দিয়েছে। এসব বিবেচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে মানুষ যুক্তিবৃত্তি সম্পন্ন নৈতিকসত্তা এবং তার যুক্তিবাদিতা ও নৈতিকতাই তাকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ দেখায়। কাজেই যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার চর্চা ও অনুশীলন কেবল প্রাসঙ্গিকই নয়, আবশ্যকও বটে। বর্তমান আলোচনায় সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ দু'টি বিষয়ের চর্চা তথা পঠন-পাঠনের পক্ষে যুক্তি ও বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে।

CamScanner

বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব

ড. মো. আরিফুল ইসলাম
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মো. একরাম হোসেন
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে বাংলাদেশে দুর্নীতি অন্যতম প্রধান সামাজিক ব্যাধি। আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বর্তমান চিত্র তুলে ধরা এবং দুর্নীতির অন্যতম কারণ হিসেবে নৈতিক শিক্ষার অভাব আছে কি না তা অনুসন্ধান করা। সেইসাথে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে নীতিশিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করা এবং মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে স্বতন্ত্র পাঠ্যবিষয় হিসেবে 'নীতিশিক্ষা' অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা যাচাই করা। জরিপভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই গবেষণা প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

মানুষের অসৎ ও আইন বহির্ভূত আচরণকে দুর্নীতি বলে। সাধারণত ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই দুর্নীতির সুযোগ পেয়ে থাকে, আর সাধারণ জনগণ ভুক্তভোগী হয়। সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো এই দুর্নীতি। অবশ্য দুর্নীতি কোনো নতুন বিষয় নয়। মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই কোনো না কোনোভাবে মানুষ নিয়ম-নৈতিকতা বিরোধী কাজ করে আসছে। ব্যক্তি বা সংগঠন নিজ স্বার্থের জন্য অন্যায়ভাবে অন্য ব্যক্তি ও সংগঠনের ক্ষতি করছে। তবে আজ আমাদের বাংলাদেশে যেভাবে দুর্নীতি বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে তা সত্যিই আমাদের শঙ্কিত করে। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, অফিস, আদালত, গণমাধ্যম সর্বত্র লাগামহীন দুর্নীতি বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করছে। এই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও দমনের জন্য দেশে অনেক সরকারি সংস্থা কাজ করছে, যার ফলে দুর্নীতির রাশ টেনে ধরা কিছুটা সম্ভব হচ্ছে। তবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অনেকে আবার নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। প্রশ্ন হলো এই চক্রকদোষ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে

CamScanner

বিভিন্ন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও নৈতিক মূল্যবোধ কি মানুষের দুর্নীতিপ্রবণ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

আমরা জানি নীতিশিক্ষায় মানব আচরণের নৈতিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নীতিশিক্ষায় কোনো না কোনো আদর্শের আলোকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিতের বোধ জাগ্রত করা হয়। এ শিক্ষা কৈশোরে ব্যক্তিকে দেওয়া সম্ভব হলে কর্মজীবনে ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শক্তিশালী আইনী কাঠামো ও তার প্রয়োগের সাথে সাথে সমাজে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেওয়া হলে দুর্নীতিসহ যেকোনো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। দুর্নীতির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কীয় আলোচ্য গবেষণার ফলাফল শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও কৌশল গ্রহণে কাজে আসবে এবং সেইসাথে এই গবেষণা সমাজে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

CamScanner

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধঃ একটি নৈতিক পর্যালোচনা

মো. নাজেমুল আলম
প্রভাষক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে সন্ত্রাসবাদের ধরাবাঁধা কোনো সীমারেখা বা সংজ্ঞায়ন না থাকলেও আইনবহির্ভূত ইচ্ছাকৃত কার্যকলাপ যা সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার বিষয়কে উপেক্ষা অথবা হুমকি প্রদান করে কিংবা ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা নীতিগত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিধ্বংসী কার্যকলাপ যা জনমনে ভীতির সঞ্চার করে তাকে সন্ত্রাসবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। স্বাধীন ও সার্বভৌম যেকোনো রাষ্ট্রেরই অধিকার আছে নিজেদের প্রতিরক্ষার বিষয়ে ইচ্ছে মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার। রাশিয়ার সাথে পশ্চিমাদেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই চলমান। এই অবস্থায় রাশিয়ার পার্শ্ববর্তীদেশ ইউক্রেনের (যা এক সময় রাশিয়ার অংশ ছিল) ন্যাটোতে যোগদান রাশিয়ার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। এই বিষয়গুলো ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে একটি নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যা হলো- 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কি ন্যায় যুদ্ধ নাকি সন্ত্রাসবাদ'? এই গবেষণাপত্রের লক্ষ্য হলো নৈতিক ও প্রায়োগিক দর্শনের আলোকে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার চলমান যুদ্ধটিকে ন্যায় যুদ্ধ বলা যায় কিনা তা নির্ণয় করা। 'রাজনৈতিক বাস্তববাদ', 'শান্তিবাদ' ও 'ন্যায়-যুদ্ধ মতবাদ'-যুদ্ধ সম্পর্কিত এই তিনটি নৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দার্শনিক পর্যালোচনা করা হবে এই প্রবন্ধে।

CamScanner

প্রসঙ্গ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন: নয়া উদারবাদ বনাম মার্কসীয় দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত

ড. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

সমকালীন অর্থনীতি, মানবাধিকার ও রাষ্ট্রচিন্তার অন্যান্য সব আলোচনার মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- কার জীবনের মূল্য রয়েছে, কিসে সে মূল্য রক্ষা হয়? ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কী জীবন মূল্যের স্খলন নয়? প্রশ্নটি নিয়ে তাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবী ও কল্যাণ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। মানুষের খাদ্য বিষয়ক প্রযুক্তি, উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলেও এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। গত পাঁচ দশকে পৃথিবীর দরিদ্র্য মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে নাটকীয়ভাবে। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার কারণে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে প্রায় দশ মিলিয়ন শিশু। চরমভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে প্রায় ৮৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ। চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে এ জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার করা কীভাবে সম্ভব? অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রদার্শনিক ও পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনে অনন্ত তিনটি মোটাদাগের সমাধান লক্ষ করা যায়:

এক. উন্নত বিশ্বের অনুদান কিংবা সাহায্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক,

দুই. জনগণের সার্মথ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়,

তিন. সমাজের আমূল কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য স্থায়ীভাবে বিমোচন করা যায়।

সমাধানের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রয়াসটি লক্ষ্য করা যায় – নয়া উদারবাদীদের মধ্যে। নয়া উদারবাদীদের মধ্যে ডাওয়ার (Dower, ২০০৩), টমাসপগে (Pogge, ২০০২), পিটার সিঙ্গার (Singer, ২০০৯), মার্থানুসবাম (Harpham,২০০২), সাপিরো (Shapiro, ১৯৯৯) ও ডেভিড ক্রকাদের (Croker, ১৯৯৭) মতো চিন্তাবিদদের এ প্রসঙ্গে ভাবনার অন্তনেই। অমর্ত্য কুমার সেন (Sen, ১৯৭৭, ১৯৮১), মার্থানুসবাম (২০০২)ও ডেভিড ক্রকার প্রমুখ দারিদ্র্য দূরিকরণের উপায় হিসেবে সক্ষমতা তত্ত্বের (capability theory) প্রস্তাব করেছেন। অমর্ত্য সেন 'সামাজিক স্বাধীনতার' ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। স্বাধীনতা ও সক্ষমতার প্রশ্নে

CamScanner

অমর্ত্য সেনের চিন্তায় নয়া-উদারবাদের প্রভাব থাকলেও তাতে মার্কর্সবাদের প্রভাবও রয়েছে।

উন্নত বিশ্বের জনগণ দরিদ্র্য জাতিগোষ্ঠীকে সাহায্য করবে কি-না এটা একান্তই তাদের পছন্দের বিষয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক: ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনে তাঁদের ভাবনা কী স্থায়ী কোনো সমাধান হতে পারে? ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সমকালীন বিশ্বের এই সংকট নিঃসন্দেহে মানবতারও সংকট। এই সংকটের কারণ ও উত্তরণের বিস্তৃত আলোচনা নিয়ে নয়া উদারবাদী পিটার সিঙ্গার লিখেছেন: The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty। তিনি দাবি করছেন, জীবন হবে উচুঁ, আশা প্রত্যাশায় ভরপুর মানবিক জীবন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তার যথার্থ প্রতিফলনও মানুষজন উপভোগ করবে। তবে এটাও ঠিক শুধু বিত্তবানরা নৈতিক হলে, কিংবা ধনী রাষ্ট্রসমূহ তাদের আয়ের কিয়দাংশ ক্ষুধা ও দারিদ্রের জন্য ব্যয় করলে এ সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান হবে না। যারা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে তারা যদি কর্মঠ হবার চেষ্টা চালায়, কিংবা বোদ্ধা ও বিজ্ঞজনদের প্রণীত ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল অনুসরণ করে তাহলেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করা যেতে পারে। মার্কসবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে নয়া উদারবাদী সমাধানের সীমাবদ্ধতা হলো:

এক. নয়া উদারবাদীগণ সামাজিক পরিবর্তনের সন্ধান না করে মানব মর্যাদাকে দেখেছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনের বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে। তাঁদের অনেকেই খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শের আলোকে চ্যারিটি ও পরহিতসাধনকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনের উপায় হিসেবে ভাবতে আগ্রহী। এই আগ্রহ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের চিরস্থায়ী সমাধান না করে তাকে জিইয়ে রাখার সামিল।

দুই. সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ক্ষুধা ও দারিদ্রের উৎস। কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া এই উৎস নির্মূলের প্রচেষ্টা সামাজিক শোষণ ও দারিদ্র্য টিকিয়ে রাখার নামান্তর।

তিন. দয়া, চ্যারিটি, সাহায্য-সহযোগিতা ও জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনের আপদকালীন সমাধান। স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মার্কসবাদী সমাধান হলো : ক. ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ ও উৎস অনুসন্ধান, খ. সমাজের আমূল কাঠামোগত পরিবর্তন, গ.নীতিবাদী সমাধানের বাইরে একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনে নয়া উদারাবাদের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ সাপেক্ষে মার্কসবাদী সমাধানের কয়েকটি দিক আলোকপাত করা। একই সঙ্গে মার্কসবাদী সমাধানের সাম্প্রতিক বিচ্যুতি ও প্রবন্ধে

CamScanner

আলোকপাত করা হবে। এ আলোচনা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনে নয়া উদারবাদী ও মার্কসবাদী সমাধানের বাইরে তৃতীয় কোনো সমাধানের পথ উন্মুক্ত করবে।

CamScanner

Conduction as an Informal Logical System

Dr. Md. Iqbal Shahin Khan
Professor
Department of Philosophy
University of Chittagong

Abstract

Most of us in our country's academic arena are concerned with the formal logical division of deduction-induction. The formal logic is concerned with the analysis and evaluation of arguments, mainly, in terms of their form or structure not with their contents which cannot be applied in our real life arguments directly and for this reason, the usefulness of logic becomes questionable sometimes. The formal logic developed in the name of mathematical logic from 1900 to 1970 when had virtually no application as a tool for the analysis and evaluation of actual argumentation. To overcome the difficulties of formal logical system informal logic emerges in the mid-1970s which is concerned with real arguments in our daily life and one of its methods is known as conduction originally developed by Carl Wellman (1971) in his *Challenge and Response: A Justification in Ethical Reasoning*. This conduction is used in non-formal logical system i.e., real life argument discourse mainly concentrating on ethical reasoning even though it may be used in non-ethical reasoning also. Conduction is such kind of non-formal reasoning where conclusion follows from the premises in a non-conclusive way and premises act as the reason, which might be one or more or even positive/negative consideration. The objective of the paper is to familiarize the nature of conduction. In order to do this, the main features of conduction differentiating from deductive and inductive systems will be mentioned; secondly, the three different patterns of conduction will be presented and finally, by giving different types of examples of our daily life situations the most significant third pattern of conduction will be highlighted. By this way, we may hope that the avenues of popularization of logic will be broad and students' interest which will be attracted on this informal logical system of conduction will be relevant to everyday reasoning based on practical problems.

CamScanner

Role of Intention, Convention, Resemblance and Habit in Communication by Using Language

Mahmuda Akand
Associate Professor
Department of Philosophy
Jahangirnagar University

Abstract

Language is a medium of communication. But, there are debates in philosophy of language regarding the process of communication through language. Some claims that we follow the conventions of language use and these conventions interpret the meaning to the language users. They explain meaning by the logical analysis of the components of language. But, sometimes we communicate successfully without following any prior set of rules or conventions. H.P. Grice and his followers maintains that we can understand and explain this type of communications in terms of speaker's intentions and have constructed a well-accepted theory of meaning in philosophy of language. It is notable that Grice himself and his followers have noticed and addressed that conventions are not completely excluded in this process. Speaker's intention, in Gricean theory, is interpreted considering conventions, contexts and hearer's intention to cooperate. But, how does the audience understand speaker's intention in a particular context to mean something by saying something? Are conventions and consideration of contexts sufficient for communicating process? This research has addressed these questions and has shown that the audience understands what the speaker wants to communicate not only by conventions with the association of the context but also by the resemblance of their habits of relating an expression with a linguistic element.

Logic deals with the principles of thought and we generally express our thoughts in various forms of language. But, language is a complex phenomenon and it is not easy to communicate the appropriate thought by using language. Logicians in the analytic traditions have considered the unclarities in the expression of philosophical ideas to be the source of philosophical puzzles and have sought to solve the problem by way of the theories of meaning. This paper focuses on the issue of communication and discusses what helps the audience to understand what the speaker intends to mean. This discussion is related to the part of philosophical logic that aspires to understand how language generally is capable of expressing meaning.

CamScanner

উদার গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রোপাগান্ডার ভূমিকা: একটি সমাজ জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. নুরুল হুদা
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্র ও সুশাসনের ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম দুটি মূল ভিত্তি। গণতন্ত্র স্বচ্ছতা ও নাগরিক অংশগ্রহণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে। অন্যদিকে, সুশাসন সরকারের জন্য একটি আদর্শ এবং নাগরিকের অধিকার। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের সাথে সুশাসন জড়িত। ছয়টি মৌলিক উপাদানকে সুশাসনের মূলভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। এগুলো হলো সুষ্ঠুতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, কার্যকারিতা, জবাবদিহিতা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানবাধিকার। সুশাসনের এ ছয়টি নীতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আইন, বিচার এবং প্রশাসন এ তিনটি বিভাগের মধ্যে ভারসাম্যের স্বার্থে ক্ষমতার পৃথকীকরণের উপর জোর দেয়া হয়। তাই বলা যায়, উদার গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণেতার জন্য ভাল আইন প্রণয়নের নীতি, বিচারকের জন্য ভাল বিচার নীতি এবং প্রশাসকের জন্য ভাল প্রশাসনের নীতির কথা বলা হয়। অন্যকথায়, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থার সুষ্ঠুতা, স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা হয়। একই সাথে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসনকে সমুন্নত করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবসায় সুশাসন কায়েমে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা কীভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অবদান রাখে এ বিষয়টি সবিচার আলোচনা করা হবে। গণতন্ত্র ও সুশাসনের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ আলোচনা সুশাসনের ছয়টি নীতির সবগুলোর ভিত্তিতেই না করে, সরকারের জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশীদারিত্ব ও মানবাধিকারের ভিত্তিতে করা হবে। অর্থাৎ, প্রোপাগান্ডার ফলে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হবার কারণে কীভাবে জনগণের সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তা এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। ইতিপূর্বে, বিভিন্ন দার্শনিক উদার গণতন্ত্রে প্রোপাগান্ডার ভূমিকা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করলেও উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এটির ভূমিকার কথা সুনির্দিষ্টভাবে সুশাসনের বিবিধ আদর্শের ভিত্তিতে (যেমন সরকারের

CamScanner

জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার) আলোচনা করেননি। বর্তমান প্রবন্ধ এ দিকটির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে বলে এটিকে সমাজ জ্ঞানতত্ত্ব, প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা এবং জনদর্শনে নতুন সংযোজন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। উদার গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রোপাগান্ডার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা সম্বন্ধে এরূপ দার্শনিক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটির মাধ্যমে প্রোপাগান্ডার আড়ালে সরকার কীভাবে তার জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি এবং মানবাধিকার বঞ্চনাকে ঢেকে রেখে নিজেকে সুশাসক হিসেবে হাজির করে তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এ প্রবন্ধ গণতন্ত্র, সুশাসন এবং প্রোপাগান্ডার মধ্যকার স্বতন্ত্র ও জোরালো সংযোগ স্থাপন করবে বলে আশা করা যায়।

CamScanner

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভাজিত শিক্ষায় সংকট: প্রয়োগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অনুসন্ধান

ড. মো. জাহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভাজিত শিক্ষাকাঠামো কোনো সমস্যা তৈরি করছে কিনা তা অনুসন্ধান করা আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য। আমাদের দেশে নানা ধারার শিক্ষা রয়েছে। যেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আবার অন্যভাবে বলা যায়-সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ইত্যাদি। উপরিউক্ত ধারার আবার নানা উপধারাও রয়েছে। এক ধারার শিক্ষার সাথে অন্য ধারার শিক্ষার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের কারণে নানাক্ষেত্রে বহুমুখী সংকট দেখা দেয়। যেমন- যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতার কারণে একজনের ভাবনা থেকে অন্যজনের ভাবনায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনা না করে তার ওপর অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু কিছু ধারার শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশে যা যা প্রয়োজন তার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধারার শিক্ষায় সমন্বয় না থাকায় দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করা যাচ্ছে না। ফলে কর্মজীবনে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশের চাকুরী ব্যবস্থাপনা এমন যে সমমানের বিভিন্ন ধারার শিক্ষায় সমমানের ডিগ্রি অর্জন করলেও কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এজন্য অন্যরা বঞ্চিত হয় এবং বৈষম্য সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন ধারার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানসিকতা ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে যা সামাজিক সহিষ্ণুতা রক্ষার অন্তরায়। তাই এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। সাধারণত মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত ও ইতিবাচক পরিবর্তনই শিক্ষার লক্ষ্য। অন্যকথায় অতীত ও বর্তমানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সমাজ ও পরিবেশের সাথে

CamScanner

অভিযোজন করার সক্ষমতা অর্জন করাই শিক্ষার কাজ। কিন্তু আজকের বহুমুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশের সাথে অভিযোজন করার সক্ষমতা চোখে পড়ে না। বরঞ্চ সংবিধানে যে নীতির আলোকে মানুষের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণকে বিবেচনায় না নিয়ে সকলের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে বিভাজিত শিক্ষায় তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এজন্য সমাজেও অসমতা সৃষ্টি হচ্ছে; দেখা যাচ্ছে বৈষম্য এবং এই বৈষম্য ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মানেও নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সমাজে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকার থাকার কথা। কিন্তু বিভিন্ন ধারার শিক্ষাপ্রক্রিয়া মানুষকে সমবেত চিন্তার চেয়ে একাকী ভাবনায় প্রাধান্য দিয়েছে যা সমাজের সুশাসনের অন্তরায়। প্রায়োগিক দিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশের বিদ্যমান বিভাজিত শিক্ষা জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছে। একই দেশে একইসাথে বসবাস করেও একেক জন একেক রকম সুবিধা ভোগ করছে।

CamScanner

উন্নয়ন ও পরিবেশ: পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম

মো. শামছুল হক
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
কলেজ অব আর্টস এন্ড সাইন্সেস
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব
বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি
উত্তরা, ঢাকা

সারসংক্ষেপ

'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি পৃথিবীব্যাপী এক বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং মেগা-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ সঙ্কট উন্নয়ন ডিসকোর্সে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর দেশে দেশে যত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন। আর সেই লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কৃৎকৌশল (প্রযুক্তি) ব্যবহার করে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের চেষ্টা যতটা করা হয়েছে সেই তুলনায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা ছিল নিতান্তই কম। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং সারা বিশ্বে তীব্র পরিবেশ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মানব সৃষ্ট এই পরিবেশ সঙ্কটের প্রভাবে মানব অস্তিত্বই আজ চরম হুমকীর সম্মুখীন। বর্তমান প্রজন্ম এবং অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্ম কেউই এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এহেন বাস্তবতায়, বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজ ও নীতিবিদদের কাছে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এই সঙ্কট মোকাবেলায় গ্রহণ করা হয় নানাবিধ যুগান্তকারী উদ্যোগ। বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং সম্মেলনে পরিবেশ সঙ্কট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণে আইন প্রণীত হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বিপর্যয় রোধে জাতিসংঘ কর্তৃক কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং অভিযোজন প্রকল্পও হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না; বরং পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয় ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। কেন এমনটি হচ্ছে এর উত্তর খুঁজলে দেখা যাবে যে, মানব-প্রকৃতির যথাযথ ধরণ সম্পর্কে না জানা এবং মানুষের দৈনন্দিন

CamScanner

জীবনাচারে তা প্রতিফলিত না হওয়ার কারণেই মূলতঃ পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবেশ বিপর্যয় মানুষের কৃতকর্মের ফল। তাই, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের সঠিক ধরণ কী হবে সবার আগে সেটি নির্ধারণ করে মানুষের আচরণে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অন্যথায়, যেকোনো চুক্তি, কনভেনশন, ঘোষণাপত্র, এবং আইন পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। যেকোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি এবং সীমালঙ্ঘনের সুযোগ ইসলামে নেই। যেকোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বেলায়ও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। মধ্যমপন্থা নীতি অবলম্বনে ইসলাম উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামি নির্দেশনা মেনে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা পরিবেশ বিপর্যয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

শব্দ সূচক: উন্নয়ন, ডিসকোর্স, পরিবেশ সঙ্কট, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, নীতিবিদ্যা

CamScanner

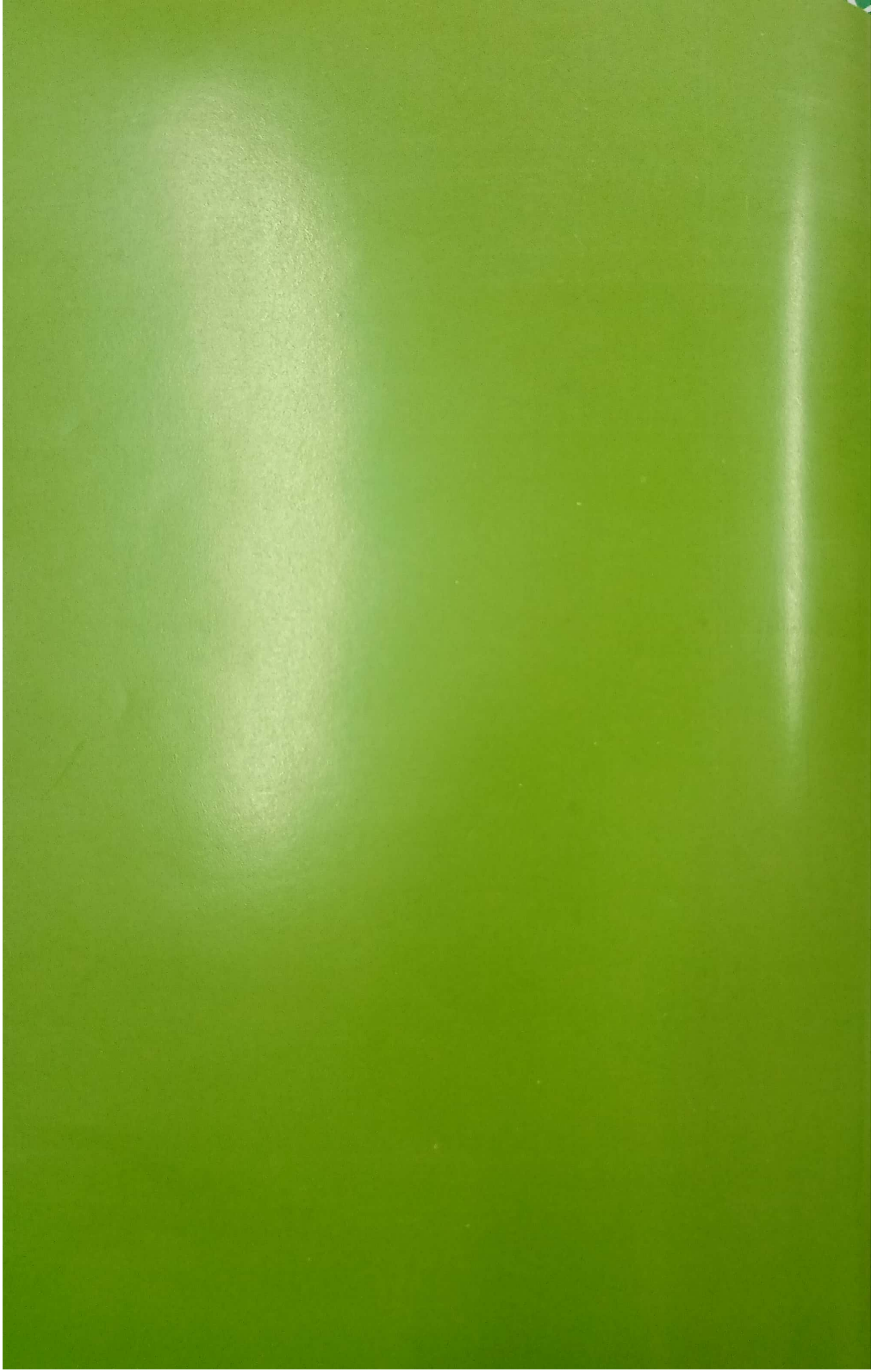

CamScanner